– واقتلوهم حيث ثقفتموهم –

আর তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর

মুজাহিদ শাইখ আবু হুজাইফা আল-আনসারী حفظه الله

আল-ফুরকান মিডিয়া থেকে প্রকাশিত, দাওলাতুল ইসলামের সম্মানিত মুখপাত্র মহান শাইখ ও বীর মুজাহিদ আবু হুজাইফা আল-আনসারী (হাফিযাহুল্লাহ'র) অডিও বার্তার বাংলা অনুবাদ

আত-তিবইয়ান

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা'র জন্য, যিনি মহাপরাক্রমশালী মহাশক্তিধর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি, যাকে তরবারি সহকারে সমস্ত সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর,

আল্লাহ ﷻ সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মাঝে অসংখ্য নবী-রাসূলকে প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। তিনি এমন এক মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য মানব জাতির মাঝে রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন; যা ছিল অনন্য, অতুলনীয়, চাটুকারিতা আর আপোষহীনতা মুক্ত। তা হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা। আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ: আমি মানুষ ও জ্বীনকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত (আনুগত্য) করবে। [সূরা যারিয়াত-৫৬]

আল্লাহ ﷻ তাঁর প্রিয় নবী ﷺ কে মৃত্যু অবধি এই লক্ষ্য অর্জনে অব্যাহত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ﷻ বলেন:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

অর্থ: আপনার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত আপনি আপন প্রতিপালকের ইবাদাত করুন। [সূরা হিজর- ৯৯]

তিনি ﷻ তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত (তাওহীদ) ব্যতিত কোন আমলই তিনি কবুল (গ্রহণ) করবেন না। আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ

অর্থ: নিশ্চয়ই তোমাকে এবং তোমার পূর্বের নবীগণকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তুমি যদি শিরক কর, তবে নির্ঘাত তোমার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। বরং তুমি আল্লাহরই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকো। [সূরা যুমার- ৬৫, ৬৬]

এই মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্যই আল্লাহ ﷻ মু'মিনদের জন্য জিহাদকে ফরজ করেছেন এবং কাফিরদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ﷻ বলেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

অর্থ: আর তোমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। [সূরা আনফাল-৩৯]

সুতরাং তাওহীদ তথা একনিষ্ঠ ইবাদাত ও আনুগত্যই হলো মানব জাতি সৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আর জিহাদ হলো এই লক্ষ্যে-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একমাত্র পথ ও পদ্ধতি। তাই (জেনে রাখুন!) একমাত্র ইসলামই হলো সকল সমাধানের মূল ভিত্তি ও সোপান। সমাধানের (বহু পথ-পদ্ধতির মধ্যে) নিছক একটা অংশ নয়। কিন্তু মানুষ এই নীতিতে (ইসলামই একমাত্র সমাধান) এসেই বিভিন্ন জাতি-গোত্র, দল-উপদল ও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কেউ জিহাদ ব্যতীত শুধু তাওহীদকে গ্রহণ করেছে, আর কেউ তাওহীদ ব্যতীত শুধু জিহাদ-কিতালকে গ্রহণ করেছে। আবার কেউ তো এমনও আছে, যারা ইসলামকে শুধু সেই স্তরের সমাধানের অংশ মনে করে যেমনটা তারা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কিংবা জাতীয়তাবাদকেও সমাধানের অংশ মনে করে। আর কারো

আর কারো অবস্থা তো এই যে, তারা ইসলামকে সমাধান তো নয়ই বরং সমস্ত সমস্যার মূল মনে করে। ফলে তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর থেকে পলায়ন করে। এমনকি ইসলামের স্লোগান তুলতেও কাপুরুষতা দেখায়। খুব অল্প সংখ্যক লোকই (এ ধরনের চিন্তা-চেতনা থেকে) মুক্তি পেয়েছে। ফলে তারা তাওহীদ এবং জিহাদের পথকে একত্রে গ্রহণ করেছে, যেমনিভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর বিজয়ী সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) গ্রহণ করেছিলেন।

এই মুবারক মানহাজের (নীতি ও আদর্শ) উপরই দাওলাতুল ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এবং (এখন পর্যন্ত সেই মানহাজের উপরেই পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং, দাওলাতুল ইসলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো- তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, শারীয়তকে সাহায্য করা, কুফরকে প্রত্যাখ্যান করা, শিরককে অপসারণ করা এবং শিরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। আর এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ত্বরীকা তথা পথ-পদ্ধতি হিসেবে জিহাদকে গ্রহণ করেছে। শুধুমাত্র নববী মানহাজকে গ্রহণ করেছে এবং কথা ও কাজে তা কার্যকর করে যাচ্ছে। আর যে সকল বিষয় তার নীতিমালার বিপরীত (যেমন: পাঠ্যক্রম, সংবিধান, কুসংস্কার ইত্যাদি) সেগুলো সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছে। ফলে আল্লাহ ﷻ এই দাওলাহ'কে বিজয়ী করেছেন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। এজন্যই তারা হক্বকে হক্ব হিসেবে মেনে নিয়ে তার অনুসরণ করছেন, এবং বাতিলকে বাতিল বলে গণ্য করে তা বর্জন করছেন। অবশ্যই এটা আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত, যার দ্বারা তিনি দাওলাতুল ইসলামকে সম্মানিত করেছেন। এবং বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদ (যেমন যুদ্ধ, পরীক্ষা, সংকট এবং পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণকারী কম্পন ইত্যাদি) সত্ত্বেও দাওলাতুল ইসলাম বাসীরাহ তথা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে স্বীয় লক্ষ্যপানে দুর্বার গতিতে ছুটে চলছে। নিঃসন্দেহে এটা কেবলমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে অবস্থিত প্রতিটি উইলায়াত তথা অঞ্চলে একমাত্র তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই দাওলাতুল ইসলাম যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আর তা অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না দ্বীন সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়। এবং প্রত্যেক মুজাহিদ এবিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ও নিশ্চিত যে, যদি কেউ তাওহীদকে আঁকড়ে ধরে ইসলামের উপর অবিচল থেকে দুনিয়া ত্যাগ করে তাহলে প্রতিদান ও সাহায্য হিসেবে এটিই তার জন্য যথেষ্ট।

আমরা কিছু প্রামাণিক এবং প্রতিষ্ঠিত শরয়ী নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করবো। এগুলো আমরা নিজেদের অন্তরে গেঁথে নিব। বিশেষ করে আমরা আলোচনা করবো ফিলিস্তিনে আমাদের প্রিয় মুসলিমদের সাথে ইয়াহুদিদের চলমান যুদ্ধের কথা, যা সাধারণ লোকদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তাদের ভুমিকেও ধ্বংস করেছে। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। উপরোক্ত শরয়ী নীতিমালার আলোকে আমাদের মানহাজগত অবস্থান রয়েছে, যার সাহায্যে আমরা তাদের সমর্থন করব, উপদেশ দিব, দিকনির্দেশনা দিব এবং খোলাখুলি কথা বলব। আল্লাহ ﷻ আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন। সুতরাং আমরা আল্লাহর তাওফিকে বলছি।

প্রথমত: আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন ফিলিস্তিনে নিহত হওয়া আমাদের ভাই, দুর্বল মুসলিম নর-নারী ও শিশুদের কবুল করেন। তাদেরকে সর্বোচ্চ প্রতিদান দান করেন এবং তাদের ক্ষতকে নিরাময় করেন, দুর্বলদের প্রতি রহম করেন, গৃহহীনদেরকে আশ্রয় দান করেন, তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন, তাদের প্রতি দয়া করেন। নিশ্চয় তিনি দয়ালু এবং সর্বজ্ঞ।

দ্বিতীয়ত: সমগ্র মুসলিম ভূখণ্ডে মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয়ের ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের (ইসলামিক স্টেট) যেই অবস্থান, অনূভুতি; ঠিক গাজা অবস্থানকারী মুসলিমদের সাথে যা ঘটছে সে সম্পর্কেও দাওলাতুল ইসলামের (ইসলামিক স্টেট) একই অবস্থান ও অনুভূতি। আর এই অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব থেকে যা আমাদেরকে সমস্ত মুসলিমদের সাথে একত্রিত করে রেখেছে। এই নীতি কুর'আন সুন্নাহ থেকে নির্গত। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

অর্থ: নিশ্চয়ই মু'মিনরা পরস্পর একে অপরের ভাই।
[সূরা হুজুরাত - ১০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

المسلم أخو المسلم

অর্থ: এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। [বুখারী- ২৪৪২]

'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' (আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব, আল্লাহর জন্য শত্রুতা)'র আক্বিদাহ এই সম্পর্ক ও বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। এটা এমন এক আক্বিদাহ যা ঈমানের সবচেয়ে মজবুত শাখা, মুসলিমদের মৌলিক একটি আক্বিদাহ। আর এই আক্বিদাহ

আর এই আক্বিদাহ দাবি হলো - সামর্থ্য অনুযায়ী সমস্ত মুসলিমদেরকে সাহায্য করা। এবং তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা। যেমনটা হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

الدين النصيحة

অর্থ: কল্যাণ কামনা করার নামই দ্বীন। [মুসলিম- ১০০]

তৃতীয়ত: গাজায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদিদের দ্বারা সংঘটিত ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ও গণহত্যা নতুন কিছু নয়, এটা সব যুগের ইয়াহুদিদের নিকৃষ্ট অভ্যাস ছিল। কারণ তারা মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু সম্প্রদায়। যেমনটি আল্লাহ ﷻ তাঁর কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

অর্থ: তুমি অবশ্যই মুসলিমদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠোর পাবে ইয়াহূদীদেরকে এবং সেই সমস্ত লোককে, যারা (প্রকাশ্যে) শিরক করে। [সূরা মায়েদাহ - ৮২]

সুতরাং, মুসলমিদের উপর আবশ্যক হলো তারা যেন ইয়াহুদিদের ব্যাপারে এর চেয়ে কম (ভালো) কিছু প্রত্যাশা না করে। এক্ষেত্রে ফিলিস্তিনের ইয়াহুদি এবং সারা বিশ্বের ইয়াহুদিরা সমান। তারা প্রত্যেকেই একে অপরের অংশ (সহযোগী) আর তারা প্রত্যেকেই কাফির ইয়াহুদ। তাদের পরস্পরের মাঝে পার্থক্য করা প্রতারণামূলক মিথ্যাচার, যা দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীরা ছড়িয়েছে! কেননা কুরআনুল কারীম কাফির ইয়াহুদদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে এবং তাদের হাকিকত (বাস্তবরূপ) উন্মোচন করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে, বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেনি। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক হলো ইয়াহুদিদের হাকিকত (প্রকৃত অবস্থা) সম্পর্কে সেভাবেই জানা ও বিশ্বাস করা যেভাবে আল্লাহ ﷻ বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আয়াতের আলোকে তাদের সাথে যুদ্ধের ধরণ অনুধাবন করা এবং অনুসরণ করা। ফাঁপা (প্রতারণামূলক) রাজনীতির বইপত্রে এবং অন্ধ (ভ্রষ্টতাপূর্ণ) জাতীয়তাবাদের তথ্য-উপাত্তগুলোতে যেভাবে উল্লেখ করা হয়, সেভাবে গ্রহণ করা যাবে না।

সুতরাং, ইয়াহুদিদের সাথে সংগঠিত যুদ্ধ হলো দ্বীনের ভিত্তিতে (ধর্মীয়) যুদ্ধ, এটা কোন জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে যুদ্ধ নয় বা দেশপ্রেমের ভিত্তিতে কোনো যুদ্ধ নয়। এযুদ্ধ কোন ভূমি রক্ষার জন্য নয় এবং কোন সীমানা রক্ষার জন্যও নয়। বরং এটি এমন একটি যুদ্ধ যার বৈধতা ও অনুমতি কুর'আন এবং সুন্নাহ থেকে অর্জিত, আন্তর্জাতিক আইন বা জাহেলী আইন থেকে নয়। সুতরাং মুসলিম উম্মাহ ইয়াহুদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেই। কেননা এরা হল সেই ইয়াহুদি যারা আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে, তাঁর নবীদের সাথে যুদ্ধ করেছে, মুসলিমদের সাথে দুশমনি করেছে। ইহুদিদের (অপরাধের) ইতিহাসে যদি এটা নাও থাকতো যে, তারা 'আকসা ও ফিলিস্তিনকে' কলুষিত করেনি, তারপরেও তাদেরকে হত্যা করার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট হতো যে- 'তারা নবীদেরকে হত্যা করেছে এবং তাদের উপর অপবাদ আরোপ করেছে'।

সুতরাং, (বলুন) এখন তাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে? যখন তারা সব ধরনের অপরাধ করেছে! আর দিন দিন তারা নিজেদের অপরাধ বৃদ্ধিই করে চলছে। একারণেই তাদের সাথে যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী। এমনকি 'পাথর ও গাছের আড়ালে যুদ্ধ' পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতেই থাকবে। ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ কেবল দু'-একটি রাষ্ট্রের সমাধানের মাধ্যমেই শেষ হয়ে যাবে না, যেমনটি জাতীয়তাবাদীরা বিশ্বাস করে এবং প্রত্যাশা করে। অথচ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলো দ্বীনের ভিত্তিতে (ধর্মীয়) যুদ্ধ যা আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালামের পতাকাতলে সমবেত হয়ে (কুফফার) ইয়াহুদদের রব আদ-দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এটাই আল্লাহর ওয়াদা। আর আল্লাহ ﷻ কখনোই তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

চতুর্থত: এই ইয়াহুদ-ক্রুসেডার যুদ্ধের গুরুতরতা আর ফিলিস্তিনের জনগণের বিরুদ্ধে যেই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে সেটার জঘন্যতা ও গুরুতরতার বিবেচনায় 'ভদ্রতা ও ফাঁকিবাজি'' সহ্য করার মতো না। মুসলিমদের দুর্দশার জন্য দুঃখ প্রকাশের অর্থ তাদের সাথে প্রতারণা করা নয় বরং নিজেদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে (দায়বদ্ধতা) থেকে অব্যাহতি পাওয়া তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে মুক্তি পেতে সেই তিক্ত সত্যটি বলে দিতে হচ্ছে যা আমরা অপছন্দ করি। তাছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে, তা হলো; 'যেন রক্ত প্রবাহিত করার সঠিক স্থান ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় রক্ত প্রবাহিত না করা হয়'।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই দ্বীন ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) প্রতিষ্ঠা করা এবং তার কালিমাকে (দ্বীন) বিজয়ী করা। কিন্তু গাজার সর্বশেষ যুদ্ধে

কিন্তু গাজার সর্বশেষ যুদ্ধে এই উদ্দেশ্য যেন অনুপস্থিত হয়ে গিয়েছে! দলটির নেতাদের বক্তৃতা এবং তাদের অফিসিয়াল (সরকারী) বিবৃতিতে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল, যা মাটি থকে বেশি উপরে উঠেনি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ যুদ্ধই ছিল মাটি (জন্মভূমি) আর স্বদেশকে ঘিরে, (দুঃখজনক হলেও সত্য যে,) এই লক্ষ্যেই তারা রক্তপাত করেছে!

তারা এই মহান সত্য গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তা হল - ফিলিস্তিন এবং বাইতুল মাকদিসের মর্যাদা। অথচ, এই বিষয়টি তাদের থেকে যেন অনুপস্থিত হয়ে গিয়েছে! এই মহান সত্যটি (ফিলিস্তিন ও বাইতুল মাকদিসের মর্যাদা) ধূলিকণা এবং মাটির কারণে অর্জিত হয়নি বরং তা অর্জিত (নির্ধারণ) হয়েছে আসমান থেকে, ওহীর মাধ্যমে, কুরআন থেকে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থ: পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বসা পর্যান্ত - যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।
[সূরা বনী-ইসরাইল; আয়াতঃ ০১]

অতএব, স্বয়ং আল্লাহই বাইতুল মাকদিসকে বরকতময় করেছেন, যিনি একমাত্র (তাওহীদের ভিত্তিতে) আমাদেরকে তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহ ﷻ হলেন একমাত্র লক্ষ্য, কোন দেশ নয়। আল্লাহর রাস্তায়ই রক্ত ঝরানো হবে, কোন দেশের জন্য নয়!

সুতরাং, হে ফিলিস্তিনের যোদ্ধাগণ !

কেবলমাত্র ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ করাটাই মানহাজ ও আদর্শ বিশুদ্ধ হওয়ার নিদর্শন নয়। আপনাদের পূর্বেও কমিউনিস্ট আর জাতীয়তাবাদী অনেক যোদ্ধা ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এরা সবাই ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ও অনেক বছর ধরে যুদ্ধ করেছে। ইয়াহুদিদের সাথে তাদের অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। আচ্ছা! তাদের এই যুদ্ধ কি শারীয়াহর বিধান বাস্তবায়ন ও আল্লাহর কালিমার (দ্বীনের) ঝান্ডাকে সমুন্নত করতে পেরেছে? নাকি এটি তাদের পরিকল্পনার অংশ ছিল কখনো? আর আজকেও কি এটি আপনাদের নেতাদের পরিকল্পনার মধ্যে আছে? অথচ আপনারা তাদেরকে সত্তরটি বছর ধরে দেখে আসছেন যে, তারা এই দীর্ঘ সময়ে একদিনের কিছু সময়ের জন্যও শারীয়াহ বাস্তবায়ন করেনি। বরং উল্টো তারা শারীয়াহ'কে অকার্যকর করেছে। শারীয়াহ'র বিপরীত বিধান দিয়ে তারা শরীয়াহ'কেই পরিবর্তন করেছে। যেমনটা তারা দাবি করে যে, তাদের নীতি ও পলিসি অনুযায়ী শারীয়াহ বাস্তবায়ন করবে এবং দ্বন্দ্বের নিরসন করবে, সেটাও তারা করতে সক্ষম হয়নি। বরং, তারা এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে পূর্বের ন্যায় সীমানা ও ভূমির লড়াই বানিয়েছে। অথচ আল্লাহ ﷻ রাসূলগণকে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেননি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণও এই উদ্দেশ্যে কখনো যুদ্ধ করেননি।

সুতরাং, হে যোদ্ধাগণ !

ভালো করে জেনে রাখুন! আল্লাহ ﷻ আপনাকে তাঁর রাস্তা ব্যতীত অন্য কোনো রাস্তায় যুদ্ধ করার আদেশ করেননি। আর যুদ্ধটি তখনই আল্লাহর রাস্তার যুদ্ধ হিসেবে পরিগণিত হবে যখন যুদ্ধটি কুফফারদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম আর তাদের রীতিনীতির অধীনস্থ না হয়ে, আল্লাহর শারীয়াতের অধীনস্থ হয়ে শরীয়াহ'র শাসন বাস্তবায়নের জন্য হবে, শরীয়াহ'র পতাকাকে সুউচ্চ করার জন্য হবে।

সুতরাং, হে মুজাহিদগণ !

শুনে রাখুন! আমি আপনার জন্য একজন বিশ্বস্ত সদুপদেশ দানকারী। আপনারা এখন প্রতিটি মুহূর্তেই বাঁচা মরার সন্ধিক্ষণে লড়ছেন। আপনাদের চলার পথ ঠিক করে নেয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। আপনারা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন - আসমানের রবের আদেশে, পৃথিবীর কারো আদেশে নয়। যেমনিভাবে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং আবু বকর, উমার, উসমান, আলী (রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাইন) যুদ্ধ করেছেন।

ألهم هل بلغنا ألهم فاشهد، ألهم هل بلغنا ألهم فاشهد،
ألهم هل بلغنا ألهم فاشهد

হে আল্লাহ! আমরা কি পৌঁছে দিতে পেরেছি?
হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন ! হে আল্লাহ! আমরা কি পৌঁছে দিতে পেরেছি? হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন !
হে আল্লাহ! আমরা কি পৌঁছে দিতে পেরেছি?
হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন !

পঞ্চমত: তাদের দাবি হলো তারা দেশকে স্বাধীন করার জন্য লড়ছেন। কিন্তু আগে তো 'স্বাধীনতা' শব্দের অর্থ পরিস্কার হওয়া দরকার। স্বাধীনতার অর্থ এটা নয় যে, "আমরা ধর্মনিরপেক্ষ সরকার পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করবো।" স্বাধীনতার অর্থ এটাও নয় যে, "আমরা ইয়াহুদিদের সংবিধান পরিবর্তন করে ফিলিস্তিনিদের সংবিধান অনুযায়ী দেশ চালাবো।" ফিলিস্তিন ও ইয়াহুদীদের দখলকৃত এই রাষ্ট্রটি যে আইন ও সংবিধান মেনে চলে সেটি এক-অভিন্ন। উভয়টাই মানবরচিত এবং আল্লাহর কাছে উভয়টার বিধান এক।

যে ভূমি ইসলামী শারীয়ত অনুযায়ী শাসন করা হয় না সেটা স্বাধীন দেশ নয়। যদিও সেই দেশ থেকে সব ইয়াহুদি ও দখলদাররা বের হয়ে যায়। বরং গাজার ভূমি এখনও কুফরি আইনের বেড়াজালে বন্দি এবং আন্তর্জাতিক জাহেলী রীতিনীতির অধীনস্থ। ইতোমধ্যেই ফিলিস্তিনি দলগুলোর নেতারা আন্তর্জাতিক আইনের প্রশংসা ও স্তুতিতে স্ফীত হয়ে উঠেছে। তারা বারবার খুবই গুরুত্বের সাথে একথা বলছে যে, তাদের এই সংগ্রাম আন্তর্জাতিক জাহেলি নীতিমালা অনুযায়ী'ই হবে। অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে - তাদের বক্তব্য শুনে যে কেউ মনে করবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝি এই আন্তর্জাতিক নীতিমালা নিয়েই আগমন করেছিলেন, তিনি আল্লাহর শারীয়াত নিয়ে আসেননি! মা'আযাল্লাহ !

ষষ্ঠত: রাফেজীদের সাথে জোটবদ্ধ হওয়া সেই মারাত্মক "ইখওয়ানী" ভুল যা শিরকী "খোমেনি বিপ্লবের" পর থেকে চলে আসছে। নিকট অতীতে এই ফিতনাহ তার চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। এখন তো ফিলিস্তিনের দলগুলো নিজেদেরকে ইরানের কোলে এনে বসিয়েছে! তারা ইরানের সাথে মিলে "সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু" ও "কুদসের কেন্দ্রবিন্দু" নামে সামরিক জোট গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনি দলগুলো রাফেজী ইরানকে ফিলিস্তিনের রণাঙ্গনে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে ইরান ফিলিস্তিনের ত্রাণকর্তা ও উদ্ধারকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ফিলিস্তিনী দলগুলোর সামরিক শাখার বিবৃতিগুলোও লেবানন, ইয়েমেন ও ইরাকের ইরানি মিলিশিয়াদের প্রশংসা করছে! যদিও বাস্তবে ইরানী মিলিশিয়ারা যুদ্ধের ময়দানে মোটেও তাদের সঙ্গ দেয়নি। যারা গাজার যুদ্ধের খবর রাখেন তারা সবাই এটা স্বীকার করেছেন।

আর "হিযবুশ শয়তান" ও ইরানের অন্যান্য মিলিশিয়াগুলো কিছুটা সংঘর্ষে জড়িয়েছে কেবল ফিলিস্তিনে রাফেজীদের অনুপ্রবেশকে বৈধতা দেয়ার জন্য। এর পরিণতি হবে - ফিলিস্তিনে শিয়াদের শিরকের উৎসব, বাইতুল মাকদিসের রাস্তায় রাস্তায় বুক চাপড়ানো ও আর্তনাদ এবং মাসজিদুল আকসার মিম্বার থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ (এবং তার সাহাবাগণ ও উম্মুল মু'মিনীনদের) শানে কুৎসা রটানো আর তার সাহাবীদের তাকফীর করা।

গাজার সর্বশেষ যুদ্ধ এই কল্পিত জোটের বাস্তবতা প্রকাশ করে দিয়েছে। মূলত ইরান ফিলিস্তিনে তার অনুপ্রবেশের হাতিয়ার হিসেবে এই জোট গঠন করেছে। ইরানের আসল মতলব হলো- ফিলিস্তিনী দলগুলোকে নিজের পকেটে ভরা ও তাদেরকে ইরানের প্রতিনিধি বানানো। (আর নিজে অতি সন্তর্পণে যুদ্ধের ময়দান থেকে কেটে পড়া)। বাস্তবে এটাই হয়েছে। ইরান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা রক্তক্ষয়ী এ লড়াই থেকে কেটে পড়েছে আর গাজাবাসী নিজেদের নারী ও শিশুদের রক্ত ঝরিয়ে তা বহন করে চলেছেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইবনু সাবা ও ইবনু আলকামির সময় থেকে রাফেজীদের ইতিহাস মুসলিমদের বিরুদ্ধে গাদ্দারী ও শত্রুতার আখ্যাদানে ভরা। খোমেনি এই যাত্রার সর্বশেষ ব্যক্তি নয়। পাশাপাশি নিকট অতীতেও তারা ইরাক, শাম ও ইয়েমেনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অনেক অন্যায় ও অপরাধ করেছে। বরং বিশেষভাবে ফিলিস্তিনীদের সাথেই রয়েছে রাফিজীদের কালো ইতিহাস। ইরাকে অবস্থানরত ফিলিস্তিনীদের সাথে রাফিজী মিলিশিয়াদের অপরাধের তালিকা অনেক দীর্ঘ। আর লেবাননে অবস্থানরত ফিলিস্তিনীদের ওপর "হারাকাতে আমাল" সহ লেবাননের অন্যান্য রাফেজী মিলিশিয়াদের আঘাতগুলো এখনও হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে। এদিকে ইয়ারমুক ক্যাম্পে কাশেম সুলাইমানীর বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ তো এখনো চোখে ভাসে। এই যদি হয় মুসলিম ও ফিলিস্তিনীদের সাথে রাফিজীদের ইতিহাস, তা হলে তাদের বর্তমানটা যে আগের চেয়ে আরো কম ক্ষতিকর হবে না তা তো হলফ করেই বলা যায়।

রাফিজিরা আগেও ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, এখনো করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে রাফিজিদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত কোন অংশেই ইয়াহুদি

মুসলিমদের বিরুদ্ধে রাফিজিদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত কোন অংশেই ইয়াহুদি ও ক্রুসেডারদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের চেয়ে কম ক্ষতিকর নয়। ইয়াহুদিরা যদি নীল নদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে তাহলে রাফিজীরা তাদের ঝান্ডাকে আরো বিস্তৃত সীমানা জুড়ে ছড়িয়ে দিতে চায় তারা বৈরুত থেকে তেহরান পর্যন্ত সব মুসলিম দেশের রাজধানী গিলে ফেলতে চায়। তারা চায় আরব উপদ্বীপ ও উপসাগরীয় অঞ্চলের সব এলাকা দখল করে নিতে। তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়া পারস্য সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য শতাব্দীর হিংসা ও চক্রান্ত নিয়ে মাঠে নেমেছে। রাফিজিরা আল-আক্বসা ইস্যুতে প্রবেশ করে শুধু মুসলিমদের দেশে অনুপ্রবেশের সুযোগ ও তাদের সেই ষড়যন্ত্রের পূর্ণতা দিতে চায় - যা কেবল নির্বোধদের কাছেই অস্পষ্ট রয়েছে।

তা হলে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি করে তাদের কাছে সাহায্যের আশা করতে পারে? কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি সেই লোকের সাথে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা করতে পারে, যে তার মায়ের সম্ভ্রমহানি করে এবং রাতদিন তার বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে? তাহলে তারা কিভাবে এমন লোকদের সাথে জোট ও ভ্রাতৃত্ব করতে পারে যারা উম্মুল মু'মিনদের সম্মানে আঘাত করে এবং রাসূল ﷺ এর শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের গালিগালাজ করে? বিচক্ষণ কোন ব্যক্তি কি করে এদের সাথে জোট ও ঐক্য করতে পারে? বুদ্ধিমান ব্যক্তি শুধু এই একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করলেই তো তৎক্ষণাৎ এই বাহিনীগুলো থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

অর্থ: এই দুনিয়ায় যে ব্যক্তি অন্তরের দিক দিয়ে অন্ধ, পরকালেও সে হবে অন্ধ ও মুক্তির পথ থেকে অনেক বেশি বিচ্যুত। [সূরা বানী-ইসরাঈল; আয়াতঃ ৭২]

সপ্তমত: গাজার এই যুদ্ধ আরেকবারের মতো মিশর, জর্ডান, লেবানন, উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহ ও অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ড শাসনকারী আরবের তাওয়াগিত্ব রাষ্ট্রপ্রধানদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার ও ইয়াহুদীদের পক্ষের শক্তি। তারা শুধু গাজার এই যুদ্ধেই কাফিরদের মিত্রপক্ষের শক্তি নয়, বরং তারা আরো অনেক আগে থেকেই খোরাসানে (আফগানিস্তানে), ইয়েমেনে, ইরাকে, শামে এবং অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের সময় থেকেই তাদের পক্ষের শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

আল্লাহ ﷻ সুস্পষ্ট ভাষায় এদের হুকুম বর্ণনা করে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থ: যারা ঈমান এনেছ, তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের বন্ধু বানিয়ো না, তারা একে অপরের বন্ধু; তোমাদের মধ্যে যে তাদের বন্ধু বানাবে, সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। যারা অন্যায়ের পথ বেছে নেয় আল্লাহ ﷻ তাদের সঠিক পথ দেখান না। [সূরা মায়িদাহ; আয়াতঃ ৫১]

ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাথে জোটবদ্ধ ও বন্ধুত্বের ডোরে আবদ্ধ আরবের (তাগুত্ব) বাহিনী ও শাসকগোষ্ঠী তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যেমন লড়াই করা মুসলিমদের উপর আবশ্যক তদ্রূপ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাও আবশ্যক। বরং আমরা তো দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলি- এখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে ইহুদিদের এ সকল মিত্রদের বিরুদ্ধে লড়াই করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গাজার চলমান এই যুদ্ধ, বিষয়টির বাস্তবতা আরো বেশি সঠিক প্রমাণ করেছে। মার্কিন বোমা ও ট্যাংকগুলোর মতই আরবের মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী গাজাবাসীর উপর আঘাত করেছে। তাই শরয়ী সমাধান হলো এদের বিরুদ্ধেই লড়াই করা। তারা যেমন মুসলিমদের বিরুদ্ধে জোট করেছে ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তদ্রূপ মুসলিমদের উপর আবশ্যক হলো তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং আল্লাহর আদেশ পালনে একসাথে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

অর্থ: তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধে নামো, যেভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে নেমেছে। আর মনে রাখবে, যারা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন। [তাওবাঃ ৩৬]

আল্লাহর তাওফিকে এদের সবার বিরুদ্ধে লড়াই করলেই তাদের আরব ও অনারবের সব মিত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার মাধ্যমে ইহুদীদের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধের রাস্তা তৈরি হবে, যে যুদ্ধে ইয়াহুদিদের কোন মিত্র থাকবে না! বরং, তাদের পেছনে থাকবে শুধুই গাছ ও পাথর। এটাই যুদ্ধের সঠিক পরিকল্পনা; যা মুজাহিদগণ আগেই বুঝতে পেরেছেন এবং তারা এই

যা মুজাহিদগণ আগেই বুঝতে পেরেছেন এবং তারা এই পথেই অগ্রসর হচ্ছেন। কথার সাথে অবশ্যই কাজের মিল থাকতে হবে- এই নীতি এবং ফিলিস্তিন সহ সর্বত্র অবস্থানরত আমাদের মুসলিম ভাইদের সাহায্য করার শারয়ী দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে। এবং 'ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সর্বত্র চলবে' - আমাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে; দাওলাতুল ইসলাম বিশেষভাবে তার সৈনিকদেরকে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলিমদেরকে আহবান করছে যে - দুর্বল মুসলিমদের সাহায্যার্থে পৃথিবীর সর্বত্র ইয়াহুদ, ক্রুসেডার এবং তাদের মিত্রদের উপর আক্রমণ করার জন্য।

হে সিংহগণ !

আপনাদের দ্বীন ইসলামের মর্যাদা ও ভাইদের সম্মান ক্ষুন্ন করার প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হন।

হে উদ্দীপ্ত মুওয়াহহিদ ভাইয়েরা !

আজ আমরা আপনাদের আহ্বান জানাই, আপনাদের কার্যকলাপ নতুনভাবে ঢেলে সাজান এবং ইহুদি খ্রিস্টানদের দেশে মুবারক হামলাগুলো পুনরুজ্জীবিত করুন, যা পূর্বে তাদেরকে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছিল এবং তাদেরকে ভয়ভীতির গর্তে পতিত করেছিল এবং আতংক ও আশংকার ঘূর্ণিঝড়ে নিক্ষেপ করেছিল।

হে ইসলামের সিংহরা !

(আপনাদের টার্গেটের অংশ হিসেবে) ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও তাদের মিত্রদেরকে আপনারা ইউরোপ-আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের রাস্তা-ঘাটে যেখানেই পাবেন সেখানেই নিজেদের শিকার টার্গেট করুন। এদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দিন, এদেরকে হত্যা করুন এবং যতটা সম্ভব এদেরকে নির্যাতন করুন। মনে রাখবেন, আজ আপনি 'দাওলাতুল ইসলামের' হাত হয়ে কুফফারদের ঘাড়ে আঘাত করছেন এবং ফিলিস্তিন, ইরাক, শাম সহ অন্যান্য সকল দেশের মুসলিমদের (প্রতি জুলুমের) প্রতিশোধ নিচ্ছেন। বিভিন্ন ধরণের (টার্গেট নির্ধারণ করুন, প্রতিশোধ নিন) এবং পরিকল্পিতভাবে হামলাগুলো পরিচালনা করুন। বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিন ! আগ্নি বিচ্ছুরণকারী বোমা দিয়ে জ্বালিয়ে দিন! এমনিভাবে গুলি করে, ছুরি-চাকু দিয়ে আঘাত করে, জবাই করে, চাকার নিচে পিষে ফেলে - ইত্যাদি আরো যত কৌশল আছে সব প্রয়োগ করুন ইয়াহুদি-নাসারা এবং এদের মিত্রদের রক্তাক্ত করার জন্য, যেন মুমিনদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।

সব ধরনের পথ-পন্থা ও পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ুন এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করুন। ওদের সমাবেশ ও আনন্দ উদযাপনকে নিকৃষ্টতর গণহত্যায় পরিনত করুন। এক্ষেত্রে কাফির ব্যক্তিরা সামরিক হোক কিংবা বেসামরিক তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করবেন না। বিধানের ক্ষেত্রে সব কাফির সমান।(কারণ,) ইয়াহুদি ও ক্রুসেডার বাহিনী যখন কোন দেশের মুসলিমদের ওপর বিমান হামলা করে, বোমাবর্ষণ করে, তখন সামরিক-বেসামরিক এগুলোর কোন পরোয়া করে না, বরং নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে এবং নির্মমভাবে হত্যা করে। ওদেরকে জানিয়ে দিন যে, ফিলিস্তিনে, ইরাকে, শামে এবং অন্যান্য দেশের মুসলিমদের সাথে তারা যেই অপরাধ করেছে, তার শাস্তি তাদেরকে পেতেই হবে, হোক সেটা - ওয়াশিংটন, প্যারিস, লন্ডন, রোম কিংবা অন্য কোন কাফির রাষ্ট্রে।

হে তেজদীপ্ত কেশরধারী বীরগণ !

আজ আপনার জাতি আঘাতপ্রাপ্ত, শোকাহত, রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত। যার শেষ (চিত্র) এখন ফিলিস্তিনে প্রকাশিত হচ্ছে।সুতরাং, তাদের কষ্ট লাঘব করতে, তাদের চোখের জল মুছে দিতে এবং তাঁদের ক্ষতগুলো নিরাময় করে দিতে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করুন। কারণ, এটি হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম উপায়। এটি এই সময়ের ফরজ কাজ। তাওহীদের দাবি, ওয়ালা-বারা'র (বন্ধুত্ব ও শত্রুতা) মূল ক্ষেত্র এবং সবচেয়ে কার্যকর ও সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।

সুতরাং, কঠিন লক্ষ্যের পূর্বে সহজ লক্ষ্যে কাজ করুন। সামরিক দিকগুলো লক্ষ্য করার আগে শহরকে লক্ষ্যবস্তু বানান। গির্জা বা এজাতীয় অন্য ধর্মের উপাসনালয়কে টার্গেট বানান অন্য কিছুর আগে। কেননা, এই কাজগুলোই হৃদয়কে প্রশান্ত করবে এবং যুদ্ধের নিদর্শনগুলো প্রকাশ করবে। আমাদের সাথে তাদের যুদ্ধ সাধারণ কোন যুদ্ধ নয়, বরং ধর্মীয় যুদ্ধ। সর্বশক্তিমান আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্য ওদেরকে যেখানে পাব সেখানেই লড়াই করবো।

এমনিভাবে যেই রাষ্ট্রের মুসলিমরা যুদ্ধ ও সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, সেখানের মুসলিমদেরকে আল্লাহর পথে ব্যায় করার কথা আমরা স্মরণ করিয়ে দেই এবং নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পথে আর্থিক সহযোগিতা পাঠাতে বলি। অতএব, আপনাদের অর্থ-সম্পদ দিয়ে নিজেদের ভাইদের সাহায্য করুন এবং আপনাদের সাওয়াবের পাল্লা ভারি করুন। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

অর্থ: কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার কল্যাণে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন? আল্লাহই সংকট সৃষ্টি করেন এবং তিনিই স্বচ্ছলতা দান করেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। [আল বাকারা- ২৪৫]

আমরা মুসলিমদের প্রাধান্য দেই ক্রুসেডার, রাফেজি এবং ধর্মনিরপেক্ষ ত্রান প্রতিষ্ঠানের চেয়ে, যারা খারাপ কোন পরিকল্পনা ছাড়া সামান্য কিছুও দেয় না। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ

অর্থ: আহলে কিতাবীদের মধ্য হতে যারা কুফরী করেছে তারা এবং যারা মুশরিক তারা এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতের জন্যে বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। [আল বাকারা- ১০৫]

– খলীফাতুল মুসলিমিনের পক্ষ থেকে সালাম –

শেষ করার আগে আমরা আপনাদের কাছে আমিরুল মু'মিনীন (আবু হাফস আল হাশেমী হাফিজাহুল্লাহু'র) অসিয়ত পৌঁছে দিচ্ছি। তিনি আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি আপনাদের উপদেশ দিচ্ছেন- গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করতে। আমালে সলিহাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে এবং আল্লাহর দিকে রুজু হতে। আমালে সলিহাত তথা নেক আমলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হলো আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া।এ কারণেই এই বিষয়টির অবস্থান শীর্ষ ও সর্বোচ্চ চূড়ায়। তিনি আপনাদেরকে গাজার নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্য এবং সমর্থন করার আহ্বান জানাচ্ছেন, আসমানের নিচে জমিনের উপরে আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন। কেননা, কুফফার গোষ্ঠী সবাই এক। আজ তারা একজোট হয়ে আমাদের ওপর হামলা করছে। আর তারা অন্তরে যেই বিদ্বেষ লালন করে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।তাই (ইয়াহুদিদের থেকে) এই সকল প্রকাশ্য অপরাধের পরেও যারা নিজ ভাইদের সমর্থন বা সাহায্য করতে ব্যর্থ হয় তাদের কোন ওজরই গ্রহণযোগ্য হবে না। [আমিরুল মুমিনীনের বক্তব্য সমাপ্ত। আল্লাহ ﷻ তাঁকে হিফাজতে রাখুন]

দাওলাতুল ইসলামের সাহসী সৈনিকদের প্রতি:

আপনারা দ্বীনের খাতিরে এবং রবের বাণীকে সমুন্নত রাখতে ধৈর্য ধারণ করে যাচ্ছেন, কষ্ট সহ্য করছেন। বিশেষ করে কারাগারের আড়ালে যে সকল ধৈর্যশীল বন্দী রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি: আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। মহান রবের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য সুসংবাদ। মহিমান্বিত রবের কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, তিনি ﷻ বলেনঃ

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ

অর্থ: যারা তাগুতের পূজা পরিহার করেছে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয়েছে, সুসংবাদ তাদেরই জন্য। সুতরাং আমার সেই বান্দাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন। [আয্-যুমার- ১৭]

(হে মুজাহিদ ভাইগণ!) আল্লাহ প্রদত্ত এই সুসংবাদ আপনাদের জন্য সুখকর ও আনন্দময় হোক! আমরা বিশ্বাস করি আপনারা এসকল মৃত্যুঞ্জয়ী যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্যকে রক্ষা করার জন্য; তা হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা এবং সকল ত্বাগুতকে বর্জন করা। আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, আপনারা যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন এবং এক আল্লাহর দাসত্ব অর্জন করেছেন। 'আল্লাহর দাসত্ব অর্জন' - এটি এমন একটি স্তর যার দ্বারা আল্লাহ ﷻ ইসরা ও মি'রাজের ঘটনায় তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ এর প্রশংসা করেছেন। তিনি ﷻ বলেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থ: পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আক্সা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্যে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [সূরা বনী ইসারাঈল-১]

এ আয়াতে কারীমার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যকর বিষয় হলো -

এ আয়াতে কারীমার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যকর বিষয় হলো এটা শ্রবণ করে মু'মিনদের কর্ণকুহরগুলো আনন্দে উদ্বেলিত হয় এবং তাঁদের তৃষ্ণার্ত অন্তরগুলো পরিতৃপ্ত হয়। কেননা আল্লাহ ﷻ এটিকে তাঁর মহিমান্বিত সত্তার সম্মান ও মর্যাদার অবস্থান দিয়ে শুরু করেছিলেন এবং সেই অবস্থানের সাথে যুক্ত করেছিলেন তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ -কে, তাঁকে সর্বোচ্চ পদ তথা দাসত্বের পদমর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং তিনি জিবরাঈল আমীন আলাইহিস সালাম এর সঙ্গে আলোর মিছিলের (মি'রাজের পথে যাত্রা) নেতৃত্ব দিয়েছেন। যে মিছিলটি মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত পৌঁছে। এখানে একটি ইঙ্গিত রয়েছে, যারা বাইতুল মাকদিস এবং জাজিরাতুল আরবকে স্বাধীন করতে চায় এমন লোকদের নিকট এটি অস্পষ্ট নয়। তা হলো- আল্লাহর দাসত্বের ফটক ব্যতীত অন্য কোন ফটক দিয়ে তারা কখনোই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। সুতরাং যারা হারামাইন ও কিবলাতাইনের ভূমিকে বিজয় করতে চায়, তাঁরা যেন আল্লাহর দাসত্বের প্রথম ধাপ তথা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র আক্বীদাকে আঁকড়ে ধরে, যতক্ষণ না ফিতনা নিশ্চিহ্ন হয় এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়।

হে খিলাফাহর সৈনিকগণ !

আমরা বিশ্বাস করি আপনারা এখনো আল্লাহর দাসত্বের পথে আছেন। সুতরাং আপনারা এটিকে মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরুন। জীবন-মৃত্যুতে এর সাথে লেগে থাকুন। চাই কোন শহরে বা কোন গ্রামে বা কোন মরুভূমিতে তামকীন (ক্ষমতা) লাভ করে হোক অথবা জোটবদ্ধ হয়ে। আপনারা আল্লাহর গোলাম হয়ে জীবন যাপন করুন। এবং তাঁর গোলাম হয়ে মৃত্যুবরণ করুন। তিনি আপনাদের সাথে আছেন, আপনাদের কৃতকর্মগুলোকে তিনি কখনোই বিনষ্ট করবেন না।

হে আল্লাহ! আপনি আপনার মুজাহিদ বান্দাদেরকে সাহায্য করুন, যাঁরা আপনার দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য এবং আপনার কালিমাকে বিজয়ী করার জন্য আপনার রাস্তায় জিহাদ করে। হে আল্লাহ! আপনার শত্রুদের উপর আপনার কতৃত্ব চাপিয়ে দিন, এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনার সৈনিকদেরকে শক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! মুসলিমদের রক্তের সুরক্ষা দান করুন এবং কাফিরদের অত্যাচার থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আপনি মুসলিমদেরকে সঠিক বিষয়টি উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন এবং তাদেরকে আপনার কাছে সুন্দরভাবে ফিরিয়ে নিন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে কল্যান দান করুন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন।

আপনার রব্ব সকল ক্ষমতার মালিক এবং পূতপবিত্র ঐ সকল বিষয় থেকে যা তারা বর্ণনা করে। আর সালাম-শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের উপর। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর-ই জন্য।

মুজাহিদ শাইখ আবু হুজাইফা আল-আনসারী (হাফিজাহুল্লাহ)
[২২ জুমাদাল আখিরাহ- ১৪৪৫ হিজরী]

مؤسسة التبيان
আত-তিবইয়ান

'আত-তিবইয়ান মিডিয়া' - কর্তৃক অনুবাদিত

শাইখ আল মুজাহিদ

আবু হুজাইফা আল-আনসারী

(হাফিযাহুল্লাহ)

আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন ফিলিস্তিনে নিহত হওয়া আমাদের ভাই, দুর্বল মুসলিম নর-নারী ও শিশুদের কবুল করেন। তাদেরকে সর্বোচ্চ প্রতিদান দান করেন এবং তাদের ক্ষতকে নিরাময় করেন, দুর্বলদের প্রতি রহম করেন, গৃহহীনদেরকে আশ্রয় দান করেন, তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন, তাদের প্রতি দয়া করেন। নিশ্চয় তিনি দয়ালু এবং সর্বজ্ঞ।

গাজার সর্বশেষ যুদ্ধ এই কল্পিত জোটের বাস্তবতা প্রকাশ করে দিয়েছে মূলত ইরান ফিলিস্তিনে তার অনুপ্রবেশের হাতিয়ার হিসেবে এই জোট গঠন করেছে। ইরানের আসল মতলব হলো- ফিলিস্তিনী দল গুলোকে নিজের পকেটে ভরা ও তাদেরকে ইরানের প্রতিনিধি বানানো (আর নিজে অতি সন্তর্পণে যুদ্ধের ময়দান থেকে কেটে পড়া)। বাস্তবে এটাই হয়েছে। ইরান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা রক্তক্ষয়ী এ লড়াই থেকে কেটে পড়েছে আর গাজাবাসী নিজেদের নারী ও শিশুদের রক্ত ঝরিয়ে তা বহন করে চলেছেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সমগ্র মুসলিম ভূখণ্ডে মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয়ের ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের যেই অবস্থান, অনুভূতি; ঠিক গাজা অবস্থানকারী মুসলিমদের সাথে যা ঘটছে সে সম্পর্কেও দাওলাতুল ইসলামের একই অবস্থান ও অনুভূতি। আর এই অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব থেকে যা আমাদেরকে সমস্ত মুসলিমদের সাথে একত্রিত করে রেখেছে। এই নীতি কুর'আন সুন্নাহ থেকে নির্গত। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ নিশ্চয়ই মু'মিনরা পরস্পর একে অপরের ভাই। [সুরা হুজুরাত - ১০]
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। [বুখারী- ২৪৪২]
'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' (আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব, আল্লাহর জন্য শত্রুতা)'র আক্বিদাহ এই সম্পর্ক ও বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। এটা এমন এক আক্বিদাহ যা ঈমানের সবচেয়ে মজবুত শাখা, মুসলিমদের মৌলিক একটি আক্বিদাহ।

বরং আমরা তো দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলি- এখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে ইহুদিদের এ সকল মিত্রদের বিরুদ্ধে লড়াই করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গাজার চলমান এই যুদ্ধ, বিষয়টির বাস্তবতা আরো বেশি সঠিক প্রমাণ করেছে। মার্কিন বোমা ও ট্যাংকগুলোর মতই আরবের মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী গাজাবাসীর উপর আঘাত করেছে। তাই শরয়ী সমাধান হলো এদের বিরুদ্ধেই লড়াই করা। তারা যেমন মুসলিমদের বিরুদ্ধে জোট করেছে ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তদ্রূপ মুসলিমদের উপর আবশ্যক হলো তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং আল্লাহর আদেশ পালনে একসাথে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

সুতরাং, হে ফিলিস্তিনের যোদ্ধাগণ ! কেবলমাত্র ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ করাটাই মানহাজ ও আদর্শ বিশুদ্ধ হওয়ার নিদর্শন নয়। আপনাদের পূর্বেও কমিউনিস্ট আর জাতীয়তাবাদী অনেক যোদ্ধা ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এরা সবাই ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ও অনেক বছর ধরে যুদ্ধ করেছে। ইয়াহুদিদের সাথে তাদের অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। আচ্ছা! তাদের এই যুদ্ধ কি শারীয়াহর বিধান বাস্তবায়ন ও আল্লাহর কালিমার (দ্বীনের) ঝান্ডাকে সমুন্নত করতে পেরেছে? নাকি এটি তাদের পরিকল্পনার অংশ ছিল কখনো? আর আজকেও কি এটি আপনাদের নেতাদের পরিকল্পনার মধ্যে আছে? অথচ আপনারা তাদেরকে সত্তরটি বছর ধরে দেখে আসছেন যে, তারা এই দীর্ঘ সময়ে একদিনের কিছু সময়ের জন্যও শারীয়াহ বাস্তবায়ন করেনি। বরং উল্টো তারা শারীয়াহ'কে অকার্যকর করেছে।

কথার সাথে অবশ্যই কাজের মিল থাকতে হবে- এই নীতি এবং ফিলিস্তিন সহ সর্বত্র অবস্থানরত আমাদের মুসলিম ভাইদের সাহায্য করার শারয়ী দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে। এবং 'ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সর্বত্র চলবে' - আমাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে; দাওলাতুল ইসলাম বিশেষভাবে তার সৈনিকদেরকে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলিমদেরকে আহবান করছে যে - দুর্বল মুসলিমদের সাহায্যার্থে পৃথিবীর সর্বত্র ইয়াহুদ, ক্রুসেডার এবং তাদের মিত্রদের উপর আক্রমণ করার জন্য।
হে সিংহগণ ! আপনাদের দ্বীন ইসলামের মর্যাদা ও ভাইদের সম্মান ক্ষুন্ন করার প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হন।

সুতরাং, হে মুজাহিদগণ! শুনে রাখুন! আমি আপনার জন্য একজন বিশ্বস্ত সদুপদেশ দানকারী। আপনারা এখন প্রতিটি মুহূর্তেই বাঁচা মরার সন্ধিক্ষণে লড়ছেন। আপনাদের চলার পথ ঠিক করে নেয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। আপনারা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন - আসমানের রবের আদেশে, পৃথিবীর কারো আদেশে নয়। যেমনিভাবে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং আবু বকর, উমার, উসমান, আলী رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُمْ যুদ্ধ করেছেন। হে আল্লাহ! আমরা কি পৌঁছে দিতে পেরেছি? হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন !

খলীফাতুল মুসলিমিনের পক্ষ থেকে সালাম: শেষ করার আগে আমরা আপনাদের কাছে আমিরুল মু'মিনীন আবু হাফস আল হাশেমী হাফিজাহুল্লাহু'র অসিয়ত পৌঁছে দিচ্ছি। তিনি আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি আপনাদের উপদেশ দিচ্ছেন গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করতে। আমালে সলিহাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে এবং আল্লাহর দিকে রুজু হতে। আমালে সলিহাতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হলো আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। এ কারণেই এই বিষয়টির অবস্থান শীর্ষ ও সর্বোচ্চ চূড়ায়। তিনি আপনাদেরকে গাজার নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্য এবং সমর্থন করার আহ্বান জানাচ্ছেন, আসমানের নিচে জমিনের উপরে আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন। কেননা, কুফফারগোষ্ঠী সবাই এক। আজ তারা একজোট হয়ে আমাদের ওপর হামলা করছে। আর তারা অন্তরে যেই বিদ্বেষ লালন করে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই এই সকল প্রকাশ্য অপরাধের পরেও যারা নিজ ভাইদের সমর্থন বা সাহায্য করতে ব্যর্থ হয় তাদের কোন ওজরই গ্রহণযোগ্য হবে না। [আমিরুল মুমিনীনের বক্তব্য সমাপ্ত। হাফিজাহুল্লাহ]

আন-নাবা ইনফোগ্রাফিক

জুমাদাল আখিরাহ, ১৪৪৫ হিজরি